বোর্ড ও মুদ্রণ শিল্প সমিতির প্রকাশ্য লড়াই

বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই মার্চের আগে বই পাবে না

রফিকুল ইসলাম রতন

টেক্সট বুক বোর্ডের সঙ্গে মুদ্রণ শিল্প সমিতির প্রকাশ্য মতবিরোধের জের ধরে দেশের আড়াই কোটি ছাত্রছাত্রীর হাতে যথাসময়ে বই পৌছানো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। গত ৪ মাস ধরে বোর্ড ও সমিতির মধ্যে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ, বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতি এবং পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়ার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৫ কোটি পাঠ্যবই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকোর পুস্তকা, ফ্রি প্রেস ও শুকতারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কাজ শেষ করে বই সরবরাহের জন্য দেয়া সব তারিখ ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। বোর্ডের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী গত ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সব কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত অর্ধেক কাজও হয়নি। পরিস্থিতি সামাল দিতে বোর্ড গোপনে বিনা টেন্ডারে ১০৫টি প্রেসকে নতুন করে আরও প্রায় দেড় কোটি বই ছাপার দায়িত্ব দিয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক স্তরের ১৬ লাখ পাঠ্যবই ছাপার জন্য বোর্ড নতুন করে দু'দিন আগে দরপত্র আহ্বান করেছে। এতসব করেও

বই : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ১

বই : আগে পাবে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আগামী মার্চ মাসের আগে দেশের বেশিরভাগ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব ছাত্রছাত্রীর হাতে নতুন পাঠ্যবই তুলে দেয়া সম্ভব হবে কিনা তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।

কবে সব বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহ শেষ হবে তা কেউ বলতে পারছে না। টেক্সট বুক বোর্ড নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করার অপরাধে বোর্ড বেক্সিমকোর কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়নি। কেন চুক্তি ভঙ্গের জন্য বেক্সিমকোর পুস্তকা, ফ্রি প্রেস ও শুকতারার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না তারও কোন সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বার বার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। তারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে নানা কথা বলেছে কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবই কবে হাতে পাবে তা তারা বলেনি। কেন পুস্তকার দরপত্র বাতিলের পর তা আবার গ্রহণ করা হল, এক কোটি টাকার উর্ধ্বে কাউকে কাজ দেয়ার নীতিমালা না থাকা সত্ত্বেও কেন বেক্সিমকোর ৩টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৮ কোটি টাকার কাজ দেয়া হল, বোর্ডের বই ছাপার পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকার পরও কেন একই মালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া হল এবং দরপত্রের শর্ত ভঙ্গ করার পরও কেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না– এসব প্রশ্নের কোন জবাব নেই। হঠাৎ করে গত ২১ ডিসেম্বর বিনা টেন্ডারে গোপনে কেন মাত্র ১০৫টি প্রেসকে এক কোটি ৪৫ লাখ বই ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ দেয়া হল? এ কাজ কি পুস্তকা বা ফ্রি প্রেসের কাছ থেকে কেটে দেয়া হয়েছে? তাহলে বাকি সব কাজ দরপত্রে অংশগ্রহণকারী সব প্রেসকে ডেকে দেয়া হল না কেন? আর টেক্সট বুক বোর্ড পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বই ছাপা, মজুত ও সরবরাহের যে হিসাব দিয়েছে তাতেও রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। কারণ গতকাল পর্যন্তও প্রেসগুলো বই বাজারজাত করার জন্য বোর্ড থেকে ছাড়পত্র নেয়নি। বোর্ডের গুদামে এখনও প্রায় তিন লাখ রিম কাগজ পড়ে আছে। সেগুলোও তোলেনি সংশ্লিষ্ট প্রেস। বিদেশ থেকে আমদানি করা কাগজও পুরো এসে পৌছেনি। নতুন করে যে ১০৫টি প্রেসকে কাজ দেয়া হয়েছে তারা আগের কাজই পুরোপুরি শেষ করতে পারেনি। তারপরও কেন তাদেরই আবার কাজ দেয়া হল? আর ব্র্যাক, কারিতাস ও কিন্ডার গার্টেনের স্কুলগুলোর প্রাথমিক স্তরের ১৬ লাখ বই ছাপার জন্য গত রোববার মাত্র দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এগুলো কবে ছাপা হবে, কবে বাঁধাই হবে আর কবে সরবরাহ করা হবে? এ ব্যাপারে গতকাল টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যের (পাঠ্যপুস্তক) সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ এবং সশরীরে দেখা করার জন্য বার বার চেষ্টা করেও তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। বোর্ড মুদ্রণ শিল্প সমিতির বক্তব্যের জবাবদানে ব্যস্ত। গত ১৬ সেপ্টেম্বর মুদ্রণ শিল্প সমিতি সাংবাদিক সম্মেলন করে বোর্ডের ব্যর্থতার অভিযোগ আনলে বোর্ড পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জবাব দেয় গত ১২ ডিসেম্বর। সমিতি ১৯ ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলন করে সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বক্তব্য দিলে বোর্ড বিজ্ঞাপন দিয়ে জবাব দেয় গতকাল।

জানা যায়, ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পরিমার্জিত ৬০টি বিষয়ে আড়াই কোটি নতুন বইয়ের মধ্যে গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাপা শেষ হয়েছে মাত্র এক কোটি ৩০ লাখ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কোটি ১০ লাখ বই ছাপা শেষ করেছে ১০৫টি প্রেস। এগুলোর বাঁধাই ও সরবরাহ হয়নি। ফ্রি প্রেস ও শুকতারা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ৩ কোটি ৪৫ লাখ বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহের দায়িত্ব পেলেও তারা শেষ করেছে মাত্র অর্ধেক কাজ। প্রাথমিক স্তরের সব শ্রেণীর বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই কাজ শেষ না হলে সরবরাহ করা যাবে না বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে বেক্সিমকোর ইকবাল আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, বোর্ড পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছে আমাদেরও ওই একই বক্তব্য। ভিন্ন আর কিছু বলার নেই।

একটি সূত্র জানায়, বোর্ডের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই পৌছার আগে নতুন সিলেবাসে গাইড বই ও নোট বই পৌছে দিতেই বেশি আগ্রহী। আর এজন্য তারা গোপনে প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে চলেছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। তারা পাঠ্যবইয়ের আগে গাইড ও নোট বই বাজারে ছেড়ে লাখ লাখ টাকা অবৈধভাবে আয় করতে উঠেপড়ে লেগেছে।

এ প্রসঙ্গে মুদ্রণ শিল্প সমিতি নেতৃবৃন্দ যুগান্তরকে বলেন, ছাত্রছাত্রীরা কবে বই পাবে তা না বলে বোর্ড পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ১৯৯৬ সালে পাঠ্যবই ছাপার ব্যর্থতার দায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সমিতির সম্পাদককে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু আজ পুস্তকার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়া হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ডিজির হাতে এ পর্যন্ত এক-তৃতীয়াংশ বই পৌছেছে বলে জানা গেছে। কোন ক্লাসের বই বা কোন স্কুলকে বাদ রেখে যেমন এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, তেমনি কাউকে দোষারোপ করেও বোর্ডের সুনাম বিনষ্ট ছাড়া কোন লাভ হবে না।